BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, DHAKA

The Daily Star | Special Supplement | 27 November, 1997

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি গভীর আনন্দ অনুভব করছি। আমি এ সমাবর্তনে সনদ গ্রহনকারীদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সনদ গ্রহণকারী প্রকৌশলী ও স্থপতিগণ ক্রমপরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্বের নতুন প্রযুক্তিগ্রহণ এবং দেশীয় পরিমন্ডলে তা ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের সেবায় এগিয়ে আসবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

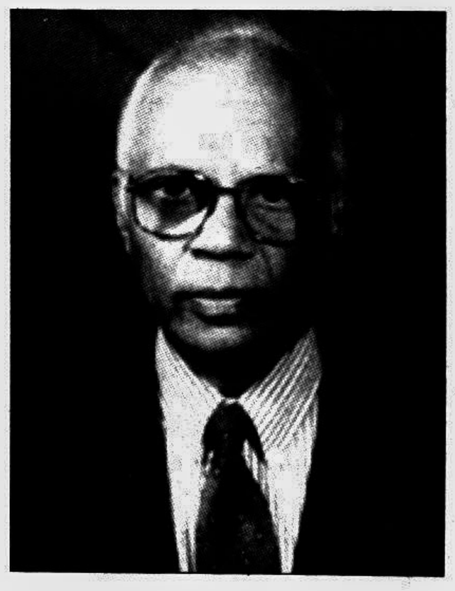

শিক্ষামন্ত্রীর বাণী

একটি সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশে ও বিদেশে সুপরিচিত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সকল ডিগ্রীধারীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। শিক্ষাজীবন শেষে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান জীবনের স্মৃতিময় ও আনন্দঘন দিনগুলির অন্যতম। আজকের এই অনুষ্ঠান তাদের মনের স্মৃতিকোঠায় চির উজ্জ্বল থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার মূল হাতিয়ার হচ্ছে দক্ষ মানব সম্পদ। আধুনিক জ্ঞান সমৃদ্ধ আজকের প্রযুক্তিবিদগণ এই সম্পদের অধিকারী। তারা দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তরে তাদের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রদর্শন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি।

আরো বিশ্বাস করি, আজ যাঁরা ডিগ্রী অর্জন করে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বেন তারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা সফল করে তুলতে অবদান রাখবেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায়ও হবেন প্রধান সারথী।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

.এ এস এইচ কে সাদেক
মন্ত্রী
শিক্ষামন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কোর্স পদ্ধতির মূল্যায়ন

ডঃ সালেক এম, সেরাজ
সহযোগী প্রফেসর, পুরকৌশল বিভাগ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শিক্ষাক্রম কোর্স পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে। গত ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবারের মত 'কোর্স পদ্ধতি' নামের যে শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর এবং ইট ও কনক্রীট দিয়ে তৈরী ভবনগুলোতে প্রবেশ করে প্রকৌশলী হবার আশা নিয়ে, তাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন সাম্প্রতিককালে শেষ করেছে। একদিকে যেমন একটি ব্যাচ এই ব্যবস্থার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে প্রকৌশলী হিসাবে কর্মজীবনে আত্মপ্রকাশ করেছে, অন্যদিকে তেমনি প্রকৌশলের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বমোট ছয়টি ব্যাচ বর্তমানে এই ব্যবস্থায় শিক্ষাজীবন চালিয়ে যাচ্ছে প্রকৌশলী হবার লালিত বাসনাকে চরিতার্থ করার আশাকে সামনে নিয়ে। সাদামাটা ভাষায় বলা যায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স পদ্ধতি আর শৈশব অবস্থায় নেই। সময় এসেছে একে মূল্যায়ন করার। এই মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে জরুরী। কারণ এই ব্যবস্থাটি সত্যিকার অর্থে পূর্ণতা পেয়েছে কিনা তার উপরই বহুলাংশে নির্ভর করছে এই ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে জন্ম পাওয়া প্রকৌশলীদের ভবিষ্যৎ। চলমান কোর্স পদ্ধতির ভাল-মন্দ দিকগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হলে একে ত্রুটিমুক্ত করার মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদ্ধতির দীর্ঘ জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে আমি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে চলমান কোর্স পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে প্রয়াসী হয়েছি। ব্যাপক গবেষণাধর্মী কোন প্রবন্ধ এটি নয়। আমরা অনেকেই যা জানি বা যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি বেশ কিছুদিন থেকে, কোর্স পদ্ধতি সম্পর্কিত সেই সমস্ত চিন্তা-চেতনার কিছুকিছু যা আমার মনকে ছুঁয়ে গেছে সেগুলোকে আমি এই প্রবন্ধে জায়গা করে দিয়েছি।

শিক্ষাবর্ষ ১৯৯০-৯১ থেকে শুরু করে আজ অবধি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পর্যায়ে কোর্স পদ্ধতি নামের যে পাঠ্যক্রম চালু আছে তা সময়ের পারাবারে, যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে, বিবর্তনের ধারায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত হয়েছে। এর আগে ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬৯-৭০ একাডেমিক সময়কালে সেমিষ্টার পদ্ধতি, ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৭১-৭২ সময়কালে বার্ষিক পদ্ধতি এবং ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৯-৯০ সময়কালে মিশ্র-বার্ষিক পদ্ধতি এই বিদ্যায়তনে চালু ছিল। উল্লেখ্য যে কোর্স পদ্ধতি স্নাতক পর্যায়ে নতুন ধারার অবতারণা করলেও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তা দীর্ঘদিন থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত হচ্ছে। স্নাতক পর্যায়ে সবচাইতে বেশীদিন ধরে মিশ্র-বার্ষিক পদ্ধতি চালু থাকলেও নানা কারণে এই ব্যবস্থার ভেতরে থেকে এক একাডেমিক বছরকে কোন ভাবেই এক ক্যালেন্ডার বছরের মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। মিশ্র বার্ষিক পদ্ধতির শেষ বছরগুলোতে ৭০-৭৫ সপ্তাহ লেগে যেত এক একাডেমিক বছর শেষ করতে। প্রতি বছরে দু'টি পর্ব থাকত। প্রতি পর্বের শেষে পরীক্ষা প্রস্তুতি ছুটি এবং মূল পরীক্ষা নিতে প্রচুর সময় খরচ হচ্ছিল প্রতিনিয়ত। উল্লেখ্য যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বছরের দীর্ঘতা কেবলমাত্র মিশ্র বার্ষিক পদ্ধতির ব্যর্থতা বলে চালিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। কেননা আমাদের দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষার প্রতি আমাদের আচরণ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ও ছাত্র রাজনীতির গতিধারা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমের উপর সবসময়েই প্রভাব ফেলে এসেছে, সঙ্গত কারণেই। সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে সংশ্লিষ্ট সবাই একটা দক্ষ ও কার্যকরী পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন অনুভব করেন। পরবর্তীতে অনেক আশায় বুক বেঁধে, পৃথিবীর নানা দেশে পরীক্ষিত এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুসৃত, 'কোর্স পদ্ধতি' ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ থেকে স্নাতক পর্যায়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে। একই সাথে পাঠ্যক্রম ও অপরাপর আনুষাঙ্গিক বিষয়াদির ভেতর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করা হয় কোর্স পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা মনে রেখে।

প্রাথমিক অবস্থায় যে বিষয়গুলোকে সামনে রেখে কোর্স পদ্ধতি চালু করা হয় সেগুলো নিচে দেওয়া হল ঃ

(ক) প্রতি একাডেমিক বছরে দু'টি টার্ম থাকবে। প্রতি টার্মে ১৪ সপ্তাহ ক্লাস, দু'সপ্তাহ বিরতি এবং টার্ম শেষে ফাইনাল পরীক্ষা হবে দু'সপ্তাহের ভেতর। নিয়মিত টার্ম দু'টোর শেষে প্রয়োজনে ক্লাশ ও পরীক্ষাসহ আট সপ্তাহের একটি সংক্ষিপ্ত টার্ম এর ব্যবস্থাও করা সম্ভব এই পদ্ধতির অধীনে।

(খ) প্রতি টার্মে তত্ত্বীয় পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা কমিয়ে পাঁচ বা পাঁচ এর কাছাকাছি আনয়ন।

(গ) বছর ভিত্তিক পাশ/ফেল প্রথার বিলোপ সাধন।

(ঘ) কোর্সকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার ক্রমাগত মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঙ) নম্বর গ্রেডের পরিবর্তে লেটার ও গ্রেড পয়েন্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(চ) ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দ অনুসারে কোর্স গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত ঐচ্ছিক কোর্সের ব্যবস্থা করণ।

(ছ) প্রয়োজন ও ক্ষমতার সাথে সম্পর্ক রেখে ছাত্র-ছাত্রদের স্বাভাবিক সংখ্যক কোর্সের চাইতে কম বা বেশী কোর্স গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করণ।

(জ) একাডেমিক পাঠ্যক্রমে এমন নমনীয়তা আনয়ন যাতে করে একজন শিক্ষার্থী, কিছু নিয়ম ও অনুশাসন সাপেক্ষে, নিজের ধারায় ডিগ্রী অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

(ঝ) শিক্ষক-ছাত্র যোগাযোগ বৃদ্ধিকরণ।

প্রথম থেকেই ধারণা করা হয়েছিল যে, এই নতুন ধারার পাঠ্যক্রম চালু করা হলে এই ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ে একটি গতিময় পরিবেশের সৃষ্টি করবে এবং একই সাথে এই ব্যবস্থার নম্যতা শিক্ষাবছরকে প্রলম্বিত করার উপাদানগুলোকে কিছুটা হলেও নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে। বাস্তবে কোর্স পদ্ধতির অধীনে প্রথম শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ ঠিক এক ক্যালেন্ডার বছরের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হলেও পরবর্তী বছরগুলোতে তা অনেক বৃদ্ধি পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বছরের সময়কালকে সংকুচিত করতে কোর্স পদ্ধতি তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি।

দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শিক্ষার্থীদের কারণে অকারণে ক্লাশ বর্জন এবং স্বঘোষিত ছুটি নেবার প্রবণতা একাডেমিক ক্যালেন্ডারকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে থাকে। অতীতের মত বর্তমানেও একই অবস্থা দেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর ও বাইরের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন ছাড়া বর্তমান অবস্থার উন্নয়নের খুব একটা সম্ভবনা আছে বলে মনে হয়না। অন্যদিকে কোর্স পদ্ধতির অধীনে পরীক্ষা গ্রহণের সময়কাল কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে, যার জন্য কোর্স পদ্ধতি প্রশংসার দাবীদার। যদিও শুরুর বছর ১৯৯০-৯১ ছাড়া অন্য বছরগুলোতে কোর্স পদ্ধতির অধীনে নিয়মানুযায়ী ১৪ দিনের মাঝে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় নাই, তা সত্ত্বেও পূর্বের মিশ্র-বার্ষিক পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতি কম সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছে।

সব মিলিয়ে ১৯৯৭ এর জুলাই-আগস্ট মাসে কোর্স পদ্ধতির অধীনে প্রথম যে ব্যাচ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে তাদের লেভেল-১, টার্ম-১ এ ক্লাশ শুরু থেকে ডিগ্রী লাভ পর্যন্ত মোট সময় লাগে প্রায় পাঁচটি বছর। এরা শুধুমাত্র একটি অতিরিক্ত বছর স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার জন্য ক্লাশ শুরুর পর নষ্ট করছে তাই শুধু নয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বে বিরাজমান সেশন সংকট এর কারণে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর ক্লাশ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যাচের শিক্ষার্থীরা অপেক্ষার প্রহর গুনেছে দীর্ঘ দু'টি বছর ধরে। মেধা ও মননের এহেন অপচয় সত্যিই দুঃখজনক।

সাম্প্রতিকালে (জুলাই-আগস্ট '৯৭) যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিভাগ থেকে কোর্স পদ্ধতি অনুসরণ করে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছে তাদের প্রাপ্ত গ্রেডের একটি পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমান কোর্স পদ্ধতির অধীনে ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট ভাল গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজ (GPA) পেয়ে ডিগ্রী অর্জন করেছে। সর্বমোট ৪৮৯ জন স্নাতক ডিগ্রীধারীর মধ্যে ৩৭৪ জন ৩.০০ বা তদূর্ধ GPA অর্জন করেছে। মোট ৪৩ জনের GPA ছিল ৩.৭৫ এর সমান বা বেশী। অন্যদিকে যদিও ডিগ্রী পাওয়ার জন্য ন্যুনতম GPA প্রয়োজন ছিল ২.২০ বা বেশী, মাত্র ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ২.২০ থেকে ২.৫০ পর্যন্ত GPA পেয়ে ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়।

কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে যদিও সেশনের দৈর্ঘ্য কমান সম্ভব হয়নি, তবুও এই পদ্ধতির নম্যতার কারণে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে বিরাজমান সেশন সংকট বর্তমানে তেমন আর নেই। মিশ্র বার্ষিক পদ্ধতির অধীনে যেখানে একই কোর্স বা বিষয় দু'টি পর্বেই অধ্যয়ন করতে হোত, কোর্স পদ্ধতিতে একটি টার্মেই সম্পূর্ণ কোর্স অধ্যয়ন করতে হয়।

একই সাথে বেশ কিছু কোর্স প্রতি টার্মেই ছাত্র-ছাত্রীদের নেওয়ার সুযোগ কোর্স পদ্ধতিতে থাকে। যেহেতু কিছু কিছু কোর্স প্রতি টার্মে উপস্থাপিত করতেই হয় এবং যেহেতু একটি টার্মের সাথে পরবর্তী টার্ম একসাথে চালু থাকলে বিশেষ কোন সমস্যা হয় না, সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অপেক্ষমান ছাত্র-ছাত্রীদের পর পর কয়েক টার্মে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে আপাততঃ সেশন সংকট কিছুটা কেটেছে। এই মুহূর্তে ভর্তি হয়ে একটি ব্যাচও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অপেক্ষার প্রহর গুণছে না। কিন্তু এরকম অবস্থায় আসতে গিয়ে বর্তমানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগগুলোতে মোট ছয়টি এবং স্থাপত্য বিভাগে মোট সাতটি স্বতন্ত্র ব্যাচ একসাথে কোর্স পদ্ধতির মাধ্যমে ডিগ্রী অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন লেভেল এবং টার্ম-এ সকল বিভাগ মিলিয়ে বর্তমান সেশনসমূহে মোট ৩৮৯২ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। এই সংখ্যা সাম্প্রতিককালে ডিগ্রী প্রাপ্ত ৪৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় প্রায় আটগুণ।

স্বাভাবিক কারণেই এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে কোর্স পদ্ধতির সুবাতাস পৌঁছে দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী - এই তিন শ্রেণীর মানুষকেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এক সাথে প্রকৌশল বিভাগগুলোতে যেখানে চারটি ব্যাচ অবস্থান করার কথা, সেখানে ছয়টি ব্যাচের পদভারে কাজের চাপ বেশ বেড়েছে।

লোকবল এবং অপরাপর ভৌত সুবিধাদি তুলনামূলকভাবে না বাড়ার কারণে কিছুটা হলেও কোর্স পদ্ধতির সকল সুবিধা বা নমনীয়তা ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

কোর্স পদ্ধতির মূল আকর্ষণ এর নম্যতা ও গতিশীলতা। অথচ সত্যিকার অর্থে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোর্স পদ্ধতি চালু আছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন কোন বড় মাত্রার সুযোগ কোর্স বাছাই করার সময়ে দিচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এত কম সংখ্যক কোর্স দেওয়া হয়ে থাকে যে, সব নিয়ম কানুনের ভেতরে থেকে কোর্স পছন্দের অবকাশ প্রায় থাকেই না। এখনও সেই পূর্বের মতই প্রতিটি লেভেল ও টার্ম এর ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট কয়েকটি সেকশনে ভাগ করা হয় এবং একই সেকশনের শিক্ষার্থীরা প্রায় সবসময়েই একই সাথে একই ঘরের ভেতর ক্লাশ করতে বাধ্য হয়। ফলে কোন কারণে একজন ছাত্র বা ছাত্রী যদি একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয় তবে পরবর্তীতে সেই কোর্সটি পুনরায় নিতে সে বাধাগ্রস্ত হয় অনেক সময়েই।

কারণ কোর্সটি নেওয়ার সুযোগ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা তার সেকশনের মূল ক্লাশ রুটিনের সাথে সুসংগতিপূর্ণ অবস্থায় থাকে না। সেকশন প্রথা যদি তুলে দেওয়া যেত তাহলে সম্ভবত অবস্থার কিছুটা উন্নতি হোত। উল্লেখ্য যে অকৃতকার্য হওয়া কোর্সটি যদি অবশ্য গ্রহণীয় কোর্স হয়, বা যদি ঐ কোর্সটি পাশ করা সাপেক্ষেই কেবলমাত্র অন্য আরেকটি কোর্স নেওয়ার সুযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে বর্তমানের প্রায় অনমনীয় কোর্স পদ্ধতিতে ব্যাক লগ কোর্স বা পেছনে পড়ে থাকা কোর্স এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকার সম্ভাবনা থেকেই যাবে।

অতীতে ১৯৯২-৯৩-৯৪ শিক্ষা বছরে একবার এবং ১৯৯৩-৯৪-৯৫ শিক্ষা বছরে একবার সংক্ষিপ্ত পর্ব বা সর্ট-টার্ম দিতে হয়েছে ব্যাক লগ কোর্সের সংখ্যা কমিয়ে আনার ইচ্ছাটিকে সামনে রেখে। একদিকে সর্ট-টার্মে নতুন কোর্স নিয়ে নিয়মিতভাবে কৃতকার্য হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে এগিয়ে যেতে দেওয়া যেমন হয়নি, অন্যদিকে তেমনি পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীরাও বিপুল পরিমানে সাড়া দিয়ে সর্ট-টার্মের কোর্সসমূহ অতীতে নেয় নি। ফলে অতিরিক্ত একটি সংক্ষিপ্ত টার্ম সংযুক্ত হওয়ার কারণে শিক্ষাবর্ষ প্রলম্বিত হয়েছে এবং সবদিক মিলিয়ে এর ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়নি। মূলতঃ সর্ট-টার্মের কারণে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেই মনে হয়। ভবিষ্যতে সংক্ষিপ্ত টার্ম না দেওয়াই যথার্থ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

কোর্স পদ্ধতিকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দ অনুযায়ী কোর্স নেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতি টার্মে প্রায় সকল কোর্স চালু রাখতে পারলে সবচাইতে ভাল হয়।

কোন শিক্ষাবর্ষ শুরু করার বেশ আগেই যদি শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার সুচিন্তিতভাবে তৈরী করা যায় এবং একই সাথে যদি সকল টার্মের কোর্স এর বিবরণ ও সময়সূচী এবং পরীক্ষার সময়সূচী জানিয়ে দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা সেশনের শুরুতেই এডভাইজার এর পরামর্শ নিয়ে নিজের কোর্স পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবে। সম্ভব হলে একই কোর্স একাধিক শিক্ষক স্বতন্ত্রভাবে একই টার্মে উপস্থাপন করতে পারেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। সেক্ষেত্রে ক্লাশ রুটিনে সংঘর্ষ এড়ান সহজ হবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। গ্রেডিং এর ক্ষেত্রে তুলনামূলক গ্রেডিং প্রথা চালু করা যেতে পারে। ফলে হঠাৎ কোন কারণে বেশী কঠিন পরীক্ষা বা অতি সহজ পরীক্ষা হয়ে গেলে নির্দিষ্ট নিয়মের মাঝে থেকে ভাল-মন্দ গ্রেড বিন্যাস করা যাবে। বর্তমানে চালু কোর্স পদ্ধতিতে মূলতঃ পূর্বের ধারাতেই শিক্ষাদান করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এক একটি ক্লাশে এত বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকে যে একজন শিক্ষকের জন্য সহকারী ছাড়া সুষ্ঠভাবে ক্লাশ টেষ্ট নেওয়া এবং খাতা দেখা অতিরিক্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। প্রতিটি ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা যাতে খুব বেশী না হয়ে যায় সেদিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনে একটি বড় দলকে এক সাথে পাঠদান করার জন্য কেন্দ্রীয় লেকচার হল তৈরী করা যেতে পারে। এই সমস্ত লেকচার হলে ক্লাস টেষ্টও নেওয়া যেতে পারে। অভিযোগ শোনা যায় যে, অনেক কোর্সের ক্লাস টেষ্ট সারা টার্মে সমভাবে ছড়িয়ে না থেকে টার্মের শেষ ভাগে বেশী সংখ্যায় থাকে। এ বিষয়েও নির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা আবশ্যক।

ব্যবহারিক কোর্সগুলির ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। একই সাথে প্রকৌশল শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কলা, দর্শন, সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব, বিদেশী ভাষা, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ঐচ্ছিক কোর্স অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। আমাদের প্রকৌশলীরা সেক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের জন্য যোগ্য হয়ে তবেই স্নাতক ডিগ্রী পাবার জন্য সুযোগ পাবে। এই সুযোগ বর্তমানে তেমন আছে বলে মনে হয় না।

সত্যি কথা বলতে কি, কোর্স পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন আনয়ন সম্ভব। পাশাপাশি এই উন্নয়ন বিনামূল্যে আসার কোন কারণ নেই। শিক্ষকের এবং ক্লাশ রুমের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি অপরাপর প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু পদক্ষেপ তাই নিতে হবে যাতে করে কোর্স পদ্ধতি পূর্বের পদ্ধতিগুলো থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে পারে। একথা অবশ্য ভুলে গেলে চলবে না যে, [illegible] ছাত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে একটি কোর্সে রেজিষ্ট্রেশন করার সুযোগ পায়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই তুলনায় প্রায় বিনামূল্যে শিক্ষার্থীরা ক্লাশ করার সুবিধা ভোগ করে। উন্নত দেশগুলোর মত তাই পরিপূর্ণ নমনীয়তা প্রদর্শনের কোন সুযোগ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স পদ্ধতিতে থাকা যথাযথ হবে বলে মনে হয় না। আবার বর্তমানের চাইতে কিছুটা বেশী কোর্স বাছাই এর সুবিধা না দিতে পারলে কোর্স পদ্ধতির কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাবে না।

একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে তাদের সবাইকে রাতারাতি বর্তমানের চাইতে উন্নত একটি কোর্স পদ্ধতি উপহার দেওয়া হয়তবা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে যদি প্রকৌশলের বিভিন্ন শাখায় বর্তমানের ছয় এর জায়গায় চারটি ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা শুধুমাত্র উপস্থিত থাকে সেক্ষেত্রে সামগ্রীকভাবে কোর্সের সংখ্যা এবং এর উপস্থাপনের মান বৃদ্ধি পাবে এবং ক্লাস টেষ্ট তথা শিক্ষার্থীদের অবস্থানের ক্রমাগত মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানের চাইতে কিছুটা উন্নত পথ অবলম্বন করা সহজতর হবে। অতীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ এবং কর্তৃপক্ষের অনেক পরিকল্পনা ও পরিশ্রম বাস্তবিক অর্থেই পন্ডশ্রমে পরিণত হয়েছে দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা এবং অল্প কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর অস্থির পদচারণার কারণে। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের পথ ধরে শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতির উর্দ্ধে রাখা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দেওয়ার নানা পথ উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব। অন্যথায় নতুন নতুন যেই শিক্ষাক্রমই অনুসরণ করা হোকনা কেন, সঠিক ভাবে তা বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে কোর্স পদ্ধতি বা অন্য যে কোন নতুন শিক্ষা পদ্ধতিই, শিক্ষার মান উন্নয়নের পথে দ্রুততার সাথে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে না। পথের নানা বাধা শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পথকে করবে বন্ধুর। একই সাথে শিক্ষার মান এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রতিনিয়ত প্রশ্নের মুখোমুখী হবে। বন্যার পানির মতই ভেসে যাবে আমাদের সব প্রচেষ্টা। রয়ে যাবে শুধু কিছু স্মৃতি, যার অধিকাংশই সুখময় নয়।

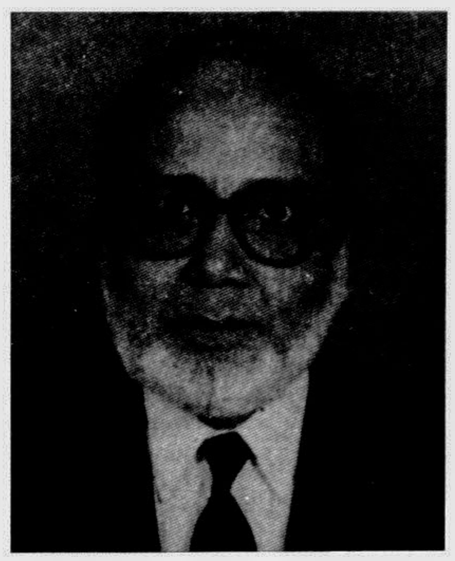

উপাচার্যের বাণী

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম সমাবর্তন আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। সমাবর্তন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। প্রতি বছর সমাবর্তনের আয়োজন করা আমাদের একান্ত ইচ্ছা। বিভিন্ন প্রতিকুলতায় তা সম্ভব হয়ে উঠে না। এবারের সমাবর্তনে বিভিন্ন ডিগ্রীর সনদগ্রহণকারী সকল স্নাতকদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বুয়েট এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বদ্ধপরিকর। আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছি। এবারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ স্নাতকগণ এই ব্যবস্থার প্রথম ব্যাচ। আমরা এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ণ করে তাকে আরো সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। একবিংশ শতাব্দী প্রকৌশলদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে আসছে। সকলকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সময়োপযোগী পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে।

৫ম সমাবর্তন আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক ডঃ ইকবাল মাহমুদ
উপাচার্য
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Graphic Design and Presentation : InterAd. Phone : 9120540, 9130242